বুটা সিং ও অন্যান্যরা

বনাম

হরিয়ানা রাজ্য

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 421

এপ্রিল 16,2021

[উদয় উমেশ ললিত এবং কে. এম. জোসেফ, জে. জে।]

মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন, 1985 এসএস। 42 & 43 – পরিচালনার বিধান, যদি এস। 42 অথবা এস। 43 – এস-এর অ-সম্মতি।ডব্4(এস.দ্বারাপ্রাপ্ত গোপন তথ্য যে অভিযুক্ত - আবেদনকারীরা একটি গাড়িতে পপি স্ট্রা বিক্রি করছিল-পিডব্লিউ-4 দ্বারা সহকর্মী কর্মকর্তাদের সাথে পরিচালিত অভিযান-অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের একটি জিপে বসে থাকতে দেখা গেছে-আপনাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে / এস. 50-অনুসন্ধানের ফলে পপি খড় উদ্ধার করা হয়েছে-ট্রায়াল কোর্ট আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করেছে এস. 15 এস-এর অনুপালনের ভিত্তিতে তাদের খালাসের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। 42 - ট্রায়াল ডি আদালত এই রায় দিয়েছে যে এস। 42 প্রয়োগযোগ্য ছিল না, এবং মামলাটি এস দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। 43 যেহেতু আপিলকারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার কার্যকর হয়েছিল যখন তারা একটি সর্বজনীন স্থানে একটি জিপে রাস্তায় বসে ছিল-হাইকোর্ট দ্বারা সাব্যস্ত,যাট্রায়াল কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিশ্চিত করেছে আবেদনে বলা হয়েছেঃ প্রমাণ দেখায় যে গাড়িটি জনসাধারণের পরিবহণ ছিল না, বরং অভিযুক্তদের একজনের গাড়ি ছিল - গাড়ির রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্রও এটিকে গণপরিবহন বাহন হিসাবে নির্দেশ করে নি-এস-কে ব্যাখ্যা। 43 দেখিয়েছেন যে একটি ব্যক্তিগত যানবাহন এস-এ বর্ণিত "সর্বজনীন স্থান" অভিব্যক্তিটির মধ্যে আসবে না। 43 – - সুতরাং, তাৎক্ষণিক মামলাটি ইউ/আসবে না। এস. 43 কিন্তু এস এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। 42 - যাইহোক, তথ্যের উপর, এফ এস। 42 মোটেও মেনে না চলার কারণে, আবেদনকারীরা খালাস পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন, 1985 - এস. 43-এস-এ যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে "সর্বজনীন স্থান" অভিব্যক্তি। 43 - লক্ষ্য-অনুষ্ঠিত হয়ঃ এস-এর কাছে ব্যাখ্যা। 43 এটি দেখায় যে একটি ব্যক্তিগত যানবাহন "সর্বজনীন স্থান" অভিব্যক্তিটির মধ্যে জি আসবে না-শব্দএবংবাক্যাংশ - অভিব্যক্তি "সর্বজনীন স্থান"। মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন, 1985 - ধারা 42-মোট অ-সম্মতির তুলনায় যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত সম্মতির প্রয়োজনীয়তা-অনুষ্ঠিত হয়ঃ এস-এর মোট অ-সম্মতি। 42 হল।

অগ্রহণযোগ্য-এস এর কঠোরতা। 42 পরিস্থিতি এ-তে হ্রাস পেতে পারে কর্ণেল সিং-এর ক্ষেত্রে মোকাবিলা করা হয়েছিল কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই এস-এর সম্পূর্ণ অনুপালনা করা হয়নি। 42 গ্রহণ করা যেতে পারে।

আপীলটি মঞ্জুর করে আদালত স্থগিতাদেশ দেয়। বর্তমান মামলার প্রমাণ স্পষ্টভাবে দেখায়। যে গাড়িটি জনসাধারণের পরিবহণ ছিল না, বরং এটি অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের একজনের গাড়ি ছিল। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র, যা রেকর্ডে রাখা হয়েছে, সেটিও এটিকে গণপরিবহন বাহন হিসাবে নির্দেশ করে না। দ্য. মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন, 1985-এর ধারা 43-এর ব্যাখ্যা দেখায় যে একটি ব্যক্তিগত যানবাহন ধারা 43-এ বর্ণিত "সর্বজনীন স্থান" অভিব্যক্তিটির মধ্যে সি আসবে না। প্রাসঙ্গিক বিধান 43 ধারা হবে না তবে মামলাটি 42 ধারার অধীনে আসবে। [অনুচ্ছেদ 12] [188-ই-জি]

1.2 . এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে ধারা 42-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয়নি। মোট অ - ধারা 42 মেনে চলা অগ্রহণযোগ্য। কর্ণেল সিং-এর ক্ষেত্রে এই আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তাতে 42 ধারার কঠোরতা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই 42 ধারার সম্পূর্ণ অনুপালনা মেনে নেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে, অভিযুক্ত-আপিলকারীরা তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে খালাস পায়। [পারস 13,14 এবং 15] [188-জি-এইচ; 189-এ-বি] কর্ণেল সিং বনাম। হরিয়ানা রাজ্য (2009) 8 এসসিসি 539:

[2009] 11 এস. সি. আর 470-অনুসরণ করা হয়েছে। রাজস্থান রাজ্য বনাম। জগরাজ সিং ওরফে হানসা (2016) 11 এস. সি. সি 687: [2016] 4 এস. সি. আর 451-এর উপর নির্ভর করে।

সুখদেব সিং বনাম। হরিয়ানা রাজ্য, (2013) 2 এস. সি. সি 212-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2009]11এসসিআর470অনুসরণকরাহয়		অনুচ্ছেদ 8
[2016] 4 এস. সি. আর 451	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 8
(2013) 2 এসসিসি 212	উল্লেখ করা	অনুচ্ছেদ 8

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

ফৌজদারি আপিলের বিচারঃ ফৌজদারি আপি 2021 সালের 421 নং। সি. আর. এ-এস-1759-এস. বি-2004-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের 03.03.2020 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। প্রবীণ কুমার, রজনীশ কুমার ঝা, আইনজীবীরা। আবেদনকারীদের জন্য। রাকেশ কুমার মুদগল, এএজি। , কৈলাশ কুমার মুদগল, ডঃ মনিকা গুসাই, আইনজীবীরা। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন উদয় উমেশ ললিত, জে।

1. এই আপিল রায় এবং তারিখের চূড়ান্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে

চন্ডীগড়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট দ্বারা সি 03.03.2020 আবেদনকারীদের দ্বারা পছন্দ করা সিআর এ-এস-1759-এসবি-2004 খারিজ করে এবং নার্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, 1985 (সংক্ষেপে "এনডিপিএস অ্যাক্ট") এর 15 ধারার অধীনে তাদের দোষী সাব্যস্ত ও সাজা নিশ্চিত করে।

2. দ্বারা নথিভুক্ত মৌলিক তথ্য এবং প্রসিকিউশনের হাইকোর্ট তার রায়ে নিম্নরূপঃ

" 2. রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা হল, এস. আই নন্দ লাল সহকর্মী পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুরতিয়া-রোরি রোডের খাল সেতুর কাছে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তিনি একটি গোপন তথ্য পেয়েছিলেন যে অভিযুক্তরা বিক্রি করছে। রোরি-জটানা রোডে 'কচ পথ'-এ জি. ইউ. ডি-4997 রেজিস্ট্রেশন নম্বরের একটি গাড়িতে পোস্তের খড় এবং অভিযান চালানো হলে তাদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। তদনুসারে, একটি অভিযান চালানো হয়েছিল এবং অভিযুক্তদের উপরোক্ত স্থানে জিইউডি-4997 রেজিস্ট্রেশন নম্বরের জিপে বসে থাকতে দেখা গেছে। আপিলকারীদের সহ-অভিযুক্ত মেজর সিং পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, যেখানে আপিলকারীরা ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার হন। তাদের দুটি ব্যাগের উপর বসে থাকতে দেখা যায়। উক্ত জিপে রাখা। আইনের 50 ধারার অধীনে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আপিলকারীরা পুলিশ কর্মকর্তাদের উপর আস্থা রেখেছিলেন। ব্যাগগুলির অনুসন্ধানের ফলে রোরুর খড় উদ্ধার করা হয়। একটি ব্যাগে 39 কেজি পপি স্ট্রা এবং দ্বিতীয় ব্যাগে 36 কেজি পপি স্ট্রা ছিল। প্রতিটি ব্যাগ থেকে 100 গ্রাম ওজনের দুটি করে নমুনা আলাদা করা হয়। নমুনা পার্সেল এবং বাল্ক পার্সেলগুলি পৃথক পার্সেলগুলিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং 'সিএস' ছাপযুক্ত সীলমোহর দিয়ে সিল করা হয়েছিল। 500 গ্রাম ওজনের দুটি ওজনের স্কেলে সহ জিপটিও উদ্ধার করা হয় এবং উদ্ধারের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

[উদয় উমেশ ললিত, জে।]

মেমোস। রুকাকে নথিভুক্ত করে থানায় পাঠানো হয়, যার ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে, সহ-অভিযুক্ত মেজর সিংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পর আদালতে চালান পেশ করা হয়। 3. অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। এর বিষয়বস্তুগুলি পড়া হয়েছিল এবং আপিলকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যার কাছে তারা বি-কে দোষী না বলে আবেদন করেছিল এবং বিচার দাবি করেছিল।

4. অভিযোগের সমর্থনে রাষ্ট্রপক্ষ চারজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এএসআই যশবন্ত সিং (পিডব্লিউ3)-এর উপস্থিতিতে ইন্সপেক্টর নন্দ লাল (পিডব্লিউ4) অভিযুক্তদের তল্লাশি চালিয়েছেন। মামলার সম্পত্তিটি মালখানায় রেখেছিলেন কুলদিপ সিং সি (পিডব্লিউ2) এবং কনস্টেবল গুরজিৎ সিং (পিডব্লিউ1) নমুনাগুলি এফএসএল-এ নিয়ে যান। প্রসিকিউশনের কাছে উপস্থাপিত সংস্করণটি প্রমাণ করার জন্য 10 টির মধ্যে 2 টি ডকুমেন্টারি প্রমাণ রয়েছে।

3. 15.03.2002 তারিখের আদেশে, তাঁর দ্বারা প্রদত্ত একটি আবেদনের ভিত্তিতে, ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা বিতর্কিত গাড়িটি মুক্তি দেওয়া হয়েছিল অভিযুক্ত গুরদীপ সিং। 4. বিচার চলাকালীন, পিডব্লিউ 4 ইন্সপেক্টর নন্দ লাল, তদন্তকারী অফিসার তার পরীক্ষা-ইন-চিফ-এ নিম্নরূপ সাক্ষ্য দেনঃ " 28.1.2002-এ আমি রোরি থানায় সাব ইন্সপেক্টর/এস. এইচ. ও হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলাম। সেদিন আমি এএসআই যশবন্ত সিং এবং অন্যান্য পুলিশ ই আধিকারিকদের সঙ্গে সুরতিয়া রোরি-রোডের খাল সেতুতে টহল দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলাম। আমি একটি গোপন তথ্য পেয়েছিলাম যে সমস্ত অভিযুক্তরা একটি গাড়িতে পপি স্ট্রা বিক্রি করছে যার নম্বর নেই। জিইউডি-4997 রোরি-জটানা রোডে একটি 'কচ রাস্তায়' এবং যদি অভিযান চালানো হয় তবে তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। আমি দুই এফ-এ যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

যারা তদন্তে জমিতে জল দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর আমি একটি অভিযান দলের আয়োজন করি এবং একটি অভিযান পরিচালনা করি। সমস্ত অভিযুক্তদের রোরি-জটানা রোডের পাশে একটি কচ রাস্তায় জিইউডি-4997 বহনকারী জিপে পাওয়া যায়, পুলিশ দলকে দেখে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, মেজর, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আমি অভিযুক্ত মেজর সিংহকে অনেক আগে থেকেই চিনি। জি বাকি তিন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্ত বুটা সিং, গুরুদীপ সিং এবং গুরমহেন্দর সিং ওরফে মিট্টাকে উক্ত জিপে দুটি ব্যাগের উপর বসে থাকতে দেখা যায়। এরপরে, আমি অভিযুক্ত গুরদীপ, বুটা এবং গুরমহেন্দর সিংকে যথাক্রমে এন. ডি. পি. এস-এর ধারা 50-এর অধীনে জিজ্ঞাসা করে নোটিশ দিয়েছিলাম।

তারা একটি গেজেটেড আগে তাদের অনুসন্ধান চেয়েছিলেন কিনা অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেট। অভিযুক্ত গুরদীপ সিং, বুটা সিং এবং গুরমহেন্দর সিং ওরফে মিতা পুলিশের উপর আস্থা রেখে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 9 ..... সাক্ষী তার ক্রস-পরীক্ষায় বলেছিলেনঃ -

" আমি লিখিতভাবে গোপন তথ্য নথিভুক্ত করিনি। সেই সময় আমার জিপে ওয়্যারলেসের সমস্যা ছিল। রাতের বেলা অভিযুক্তদের জিপে তল্লাশি চালানোর জন্য আমি কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট পাইনি। আমি আমার পুলিশ ফাইলে প্রয়োজনীয় সার্চ ওয়ারেন্ট না পাওয়ার কোনও ভিত্তি নথিভুক্ত করিনি। লেখার কাজ ছিল জিপে বসেই করা হয়েছে। "

5. নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা করার পর, ট্রায়াল কোর্ট তার রায় এবং তারিখ 1-এর আদেশের মাধ্যমে অভিযুক্ত মেজর সিংকে খালাস দেয় কিন্তু অভিযুক্ত বুটা সিং, গুরুদীপ সিং এবং গুরমোহিন্দর সিংকে এনডিপিএস আইনের 15 ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

এন. ডি. পি. এস আইনের 42 ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে ট্রায়াল কোর্ট বলেছেঃ -

" 66 ..... বিদ্বান আইনজীবী অভিযুক্তদের খালাস চেয়েছিলেন কারণ N.D.P.S আইনের 42 ধারা মেনে চলা। তবে, অভিযুক্তের বাড়ি, ভবন ইত্যাদি থেকে উদ্ধার করা হলে উপরোক্ত যুক্তি অভিযুক্তকে সাহায্য করতে পারে। স্বীকারযোগ্যভাবে, অভিযুক্তরা যখন একটি প্রকাশ্য স্থানে একটি জিপে রাস্তায় বসে ছিল তখন তাদের কাছ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ উদ্ধার কার্যকর করা হয়েছিল। অতএব, অভিযুক্ত এফ-এর মামলাটি N.D.P.S আইনের 43 ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং N.D.P.S আইনের 42 ধারা দ্বারা নয়। এই পরিস্থিতিতে, যুক্তি অভিযুক্তদের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শগুলি বাতিল করা হয়। " 6. দোষী সাব্যস্ত অভিযুক্ত, ক্ষুব্ধ হয়ে, উচ্চ আদালতে পূর্বোক্ত ফৌজদারি আপিল পেশ করে, হাইকোর্ট খারিজ করে দেয়। বিষয়টি এনডিপিএস আইনের 42 ধারার আওতায় আসে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছেঃ -

14. উপরন্তু, হাতে থাকা মামলায়, অভিযুক্তরা একটি জনসাধারণের পথে একটি জিপে উপস্থিত ছিল এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আইনের 42 ধারার পরিবর্তে 43 ধারার বিধান কার্যকর হয়। সেই অনুযায়ী আইনের 43 ধারার ব্যাখ্যা, সর্বজনীন স্থানে একটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

[উদয় উমেশ ললিত, জে।]

পরিবহনও। আইনের 43 নং ধারায় কোনও প্রকাশ্য স্থানে বা ট্রানজিটে বাজেয়াপ্ত করার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং, আইনের 42 ধারা বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

7. বুটা সিং, গুরুদীপ সিং এবং গুরমোহিন্দর সিং দ্বারা দায়ের করা এই আবেদনে নীচের আদালতের সিদ্ধান্তের সঠিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে আমরা শুনলাম শ্রী প্রবীণ কুমার, এর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী আপিলকারী এবং শ্রী রাকেশ মুদগল রাজ্যের হয়ে এএজি শিখেছেন।

৪. শ্রী প্রবীণ কুমার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জমা দিয়েছেনঃ

এ।প্রশ্নবিদ্ধ গাড়িটি অভিযুক্ত গুরদীপ সিং-এর একটি ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল এবং এটি জনসাধারণের পরিবহণ ছিল না, যদিও এটি একটি সর্বজনীন রাস্তায় পার্ক করা ছিল তাৎক্ষণিক মামলাটি 43 ধারার অধীনে আসবে না তবে ডি এনডিপিএস আইনের 42 ধারার বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে।
ডি। ধারা 42 একেবারেই মেনে না চলার কারণে, আবেদনকারীরা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তে বর্ণিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে খালাস পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।
কর্ণেল সিং বনাম। 'হরিয়ানা রাজ্য', সুখদেব সিং বনাম-এ পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করে। হরিয়ানা রাজ্য 2, এবং রাজস্থান রাজ্য বনাম। জগরাজ সিং ওরফে হংসা 3।

9. জমা দেওয়ার বিরোধিতা করে, জনাব রাকেশ মুদগল, শিক্ষিত এএজি জমা দিয়েছিলেন যে নীচের আদালতগুলি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে তাত্ক্ষণিক মামলাটি এনডিপিএস এফ আইনের 43 ধারার বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। তবে বিজ্ঞ কৌঁসুলি স্বীকার করেছেন যে, নথিভুক্ত কোনও উপাদান এই উপসংহারে পৌঁছায়নি যে, যে গাড়িটিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেটি একটি জনসাধারণের পরিবহণ ছিল।

10. কর্ণেল সিং-এর মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেঃ -

" 35. উপসংহারে যা লক্ষ্য করা যায় তা হল আব্দু রশিদ [(2000) 2 এস. সি. সি 513: 2000 এস. সি. সি (সি. আর. আই) 496] এর জন্য

1 (2009) ৪ এস. সি. সি 539 প্রয়োজন ছিল না।

2 (2013) 2 এসসিসি 212
3 (2016) 11 এস. সি. সি 687

ধারা 42 (1) এর প্রয়োজনীয়তার সাথে আক্ষরিক সম্মতি এবং 42 (2) সাজন আব্রাহামও [(2001) 6 এস. সি. সি 692: 2001 এস. সি. সি (সি. আর. আই) 1217] মনে করে যে 42 (1) এবং 42 (2) ধারার প্রয়োজনীয়তাগুলি আদৌ পূরণ করার প্রয়োজন নেই। এই দুটি সিদ্ধান্তের প্রভাব ছিল - নিম্নরূপঃ

(ক) প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার পর কর্মকর্তা ধারা 42-এর উপ-ধারা (1)-এ উল্লিখিত যে কোনও ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিখিতভাবে এটি নথিভুক্ত করতে হবে এবং ধারা 42 (1)-এর ধারা (ক) থেকে (ঘ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে অবিলম্বে তার নিকটবর্তী উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কাছে একটি অনুলিপি পাঠাতে হবে।
((খ) কিন্তু, যখন অফিসার থানায় ছিলেন না, কিন্তু যখন তিনি টহলের কাজে বা অন্য কোনও উপায়ে চলছিলেন, তখন মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও উপায়ে যদি তথ্যটি পাওয়া যায় এবং তথ্যটি অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানায় এবং কোনও বিলম্বের ফলে পণ্য বা প্রমাণ অপসারণ বা ধ্বংস করা হত, তবে তাকে দেওয়া তথ্য লিখিতভাবে তুলে নেওয়া সম্ভব বা ব্যবহারিক হত না। পরিস্থিতি, তিনি ধারা 42 (1) এর ধারা (ক) থেকে (ঘ) অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং তারপরে, যত তাড়াতাড়ি এটি ব্যবহারিক হয়, রেকর্ লিখিতভাবে এবং অবিলম্বে আধিকারিক ঊর্ধ্বতনকে এই তথ্য জানানো হয়।

(গ) অন্য কথায়, প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি প্রাপ্ত তথ্য লেখার এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তার একটি অনুলিপি পাঠানোর ক্ষেত্রে ধারা 42 (1) এবং 42 (2) সাধারণত আধিকারিকের প্রবেশ, তল্লাশি এবং বাজেয়াপ্তির আগে হওয়া উচিত। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত বিশেষ পরিস্থিতিতে, লিখিতভাবে তথ্য রেকর্ড করা এবং পাঠানো আধিকারিক ঊর্ধ্বতনকে দেওয়া এর একটি অনুলিপি একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য পিছিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তল্লাশি, প্রবেশ এবং বাজেয়াপ্তির পরে। প্রশ্নটি জরুরি এবং সুবিধাজনক।
(ঘ) যদিও ধারা 42-এর উপ-ধারা (1) এবং (2)-এর প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা অগ্রহণযোগ্য, বিলম্বিত। বিলম্ব সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যার সাথে সম্মতি 42 ধারার সাথে গ্রহণযোগ্য সম্মতি হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও বিলম্বের ফলে অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে পারে বা পণ্য বা প্রমাণ ধ্বংস বা অপসারণ করা হতে পারে, প্রাপ্ত তথ্য লিখিতভাবে রেকর্ড না করা, ব্যবস্থা নেওয়ার আগে, বা পাঠাতে না পারা

বুটা সিং ও অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য

[উদয় উমেশ ললিত, জে।]

অবিলম্বে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে এই ধরনের তথ্যের একটি অনুলিপি, 'ক' ধারা 42-এর লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু যদি যখন পুলিশ অফিসার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় নিয়ে থানায় ছিলেন তখন তথ্য পাওয়া যায় এবং যদি পুলিশ অফিসার প্রাপ্ত তথ্য লিখিতভাবে রেকর্ড করতে ব্যর্থ হন, বা তার একটি অনুলিপি আধিকারিক ঊর্ধ্বতনকে পাঠাতে ব্যর্থ হন, তবে তা বি আইনের 42 ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন একটি সন্দেহজনক পরিস্থিতি হবে। একইভাবে, যদি কোনও পুলিশ আধিকারিক কোনও তথ্য নথিভুক্ত না করেন এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিককে আদৌ অবহিত না করেন, তাহলেও তা আইনের 42 ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হবে। ধারা 42-এর পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট সম্মতি রয়েছে কি না তা প্রতিটি ক্ষেত্রে সি-তে সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি সত্যের প্রশ্ন। 2001 সালের 9 নং আইন দ্বারা 42 ধারার সংশোধনের মাধ্যমে উপরোক্ত অবস্থানটি আরও শক্তিশালী হয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

11। জগরাজ সিং ওরফে হংসা 3-তে, ঘটনাগুলি কমবেশি ছিল। এটি গণপরিবহনের বাহন ছিল না। প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করার পর কার্নেল সিং 1-এর সিদ্ধান্ত সহ এই আদালতের কিছু বিধান এবং সিদ্ধান্তগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ -

" 14. 42 (2) ধারায় যা বলা হয়েছে তা হল, যদি কোনও আধিকারিক উপ-ধারা (1)-এর অধীনে লিখিতভাবে কোনও তথ্য গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি তার একটি অনুলিপি তাঁর নিকটবর্তী উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন। যোগাযোগ এক্সট। পি-15 যা সার্কেল অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, নোহার এক্সটে রেকর্ড করা তথ্য অনুসারে ছিল না। পি-14 এবং এক্সট। পি-21। সুতরাং, উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কোনও ভুল করে যে 42 (2) ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

16. এই প্রসঙ্গে, এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে বিশেষ বিচারকের সামনেও প্রতিরক্ষার পক্ষে 42 (1) এবং 42 (2) ধারা লঙ্ঘনের যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। রায়ের 12 নং অনুচ্ছেদে বিশেষ বিচারক প্রতিরক্ষার উপরের যুক্তিগুলি উল্লেখ করেছেন। যাইহোক, ধারা 42 (2) মেনে না চলার উপর ভিত্তি করে জি যুক্তিগুলি এক্সটেন্সে সেই অসঙ্গতি পর্যবেক্ষণ করে বাতিল করা হয়েছিল। পি-14 এবং এক্সট। পি-15 সম্পূর্ণরূপে কেরানির ভুলের কারণে এবং 42 (2) ধারা মেনে চলা হয়েছিল। বিশেষ বিচারক ধারা 42 (1)-এর বিধান মেনে এসে রায় দিয়েছেন যে গাড়িটি

অনুসন্ধানটি যাত্রী পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল যেমনটি হয়েছে এর মালিক বীরা রাম স্পষ্টভাবে বলেছেন, অতএব, আইনের 43 ধারার ব্যাখ্যা অনুসারে, গাড়িটি একটি গণপরিবহন বাহন ছিল এবং এই ধরনের গাড়ি তল্লাশি করার জন্য কোনও পরোয়ানা বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ছিল না। হাইকোর্ট বিশেষ বিচারপতির উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে উল্টে দিয়েছে। এইভাবে, আমরা 'খ'-এর দিকে এগিয়ে যাই যে, ধারা 43 বর্তমান ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়েছিল কি না, যা ধারা 42 (1)-এর শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তাকে বাতিল করে দিয়েছে।

29. পূর্ববর্তী রায়গুলি উল্লেখ করার পরে, সংবিধান বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে 42 এবং 50 ধারার প্রয়োজনীয়তা অগ্রহণযোগ্য যেখানে সন্তোষজনক ব্যাখ্যার সাথে বিলম্বিত সম্মতি গ্রহণযোগ্য হবে। ধারা 42 মেনে চলা। সংবিধান বেঞ্চ 5 নং অনুচ্ছেদে উপরোক্ত দুটি সিদ্ধান্তের প্রভাব উল্লেখ করেছে। বর্তমানটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে ধারা 42 (1)-এর শর্তাবলী মেনে চলা এমনকি যথেষ্ট সম্মতির উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি উত্থাপিত হয় যেখানে ধারা 42 (1)-এর শর্তাবলী সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয় না। উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, ধারা 43 আকৃষ্ট না হওয়ায়, ধারা 42-এর বিধানগুলি মেনে চলার পরে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এইভাবে আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে রায় দিয়েছে যে, 42 (1) এবং 42 (2) ধারা মেনে না চলার বিষয়টি রেকর্ডে প্রমাণিত হয়েছে এবং হাইকোর্ট এই ধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেন দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ "।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

12. বর্তমান মামলার প্রমাণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে গাড়িটি জনসাধারণের পরিবহণ ছিল না, বরং অভিযুক্ত গুরদীপ সিং-এর গাড়ি ছিল। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, যা আছে নথিতে রাখাও এটিকে গণপরিবহন বাহন হিসাবে নির্দেশ করে না। ধারা 43-এর ব্যাখ্যা দেখায় যে একটি ব্যক্তিগত যানবাহন এনডিপিএস আইনের ধারা 43-এ বর্ণিত "সর্বজনীন স্থান" অভিব্যক্তিটির মধ্যে আসবে না। জগরাজ সিং ওরফে হংসা 3 মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রাসঙ্গিক বিধান জি এনডিপিএস আইনের 43 ধারা হবে না, তবে মামলাটি এনডিপিএস আইনের 42 ধারার অধীনে আসবে।

13. এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে এন. ডি. পি. এস আইনের 42 ধারার প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয়নি।

, 14. জগরাজ সিং ওরফে হংসা 3-এর ক্ষেত্রে কর্ণেল সিং-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত একেবারেই স্পষ্ট। মোট অ-সম্মতি

[উদয় উমেশ ললিত, জে।]

42 ধারাটি অগ্রহণযোগ্য। কর্ণেল সিং-এর মামলায় এই আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, সেই পরিস্থিতিতে ধারা 42-এর কঠোরতা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই ধারা 42-এর সম্পূর্ণ অনুপালনা মেনে নেওয়া যায় না।

15. এই পরিস্থিতিতে, নীচের আদালতগুলি আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে আগাম জমা দেওয়া আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ভুল করেছিল। অতএব, আমরা 'খ' এই আপিলের অনুমতি দিই, হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে খারিজ করে দিই এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে খালাস দিই। অন্য কোনও অপরাধে তাদের হেফাজতের প্রয়োজন না হলে আবেদনকারীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে।

আপিল অনুমোদিত।

বিভূতি ভূষণ বোস

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।